# স্মৃতির ডায়েরি

এস এম মনি সরকার

সাগরিকা প্রকশনী

# স্মৃতির ডায়েরি

## এস এম মনি সরকার

**প্রকাশকাল**
অক্টোবর, ২০২৬

**প্রকাশক**
চাষী এসকে খান

**সাগরিকা প্রকাশনী**
গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৭৩১-৫৬৪১৬৪, Email: sagorikaprokasoni@gmail.com

**বর্ণবিন্যাস**
কবির কম্পিউটার

**প্রচ্ছদ**
চাষী এস,কে খান

**মুদ্রণে**
সাগরিকা প্রিন্টার্স
২৮/১, রূপচাঁদ লেন, ঢাকা- ১১০০

মূল্যঃ ২৫০.০০ টাকা

ISBN: 978-984-29056-2-5

# উৎসর্গ

## মা-বাবাকে

# ভুমিকা

মানুষের জীবন যেন স্মৃতির এক বিচিত্র ডায়েরি। কিছু পৃষ্ঠা জুড়ে থাকে হাসি, কিছু পৃষ্ঠায় জমে থাকে অশ্রু; কোথাও প্রথম ভালো লাগার মুগ্ধতা, কোথাও হারিয়ে ফেলার হাহাকার। সময়ের স্রোতে মানুষ বদলে যায়, বদলে যায় সম্পর্কের রং, তবু কিছু অনুভূতি মনের গভীরে থেকে যায় আজীবন। সেই অনুভূতিগুলোরই নাম স্মৃতি।

'স্মৃতির ডায়েরি' কেবল কয়েকটি কবিতার সংকলন নয়, এটি হৃদয়ের গোপন কথাগুলোকে শব্দের পাতায় তুলে রাখার এক আন্তরিক প্রয়াস। এখানে হয়তো পাঠক খুঁজে পাবেন নিজের ফেলে আসা দিন, হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মুখ, না-বলা ভালোবাসা, অভিমানে জমে থাকা দীর্ঘশ্বাস কিংবা একান্ত আপন কিছু মুহূর্ত। প্রতিটি কবিতা যেন জীবনের কোনো এক চেনা অনুভূতির দরজা খুলে দেয়, যেখানে কবির একান্ত অভিজ্ঞতা কখনো পাঠকের নিজের গল্প হয়ে ওঠে।

স্মৃতি কখনো মধুর, কখনো বেদনাময়। কোনো স্মৃতি মানুষকে হাসায়, আবার কোনো স্মৃতি নিঃশব্দে চোখ ভিজিয়ে দেয়। তবু স্মৃতিকে অস্বীকার করা যায় না, কারণ স্মৃতির ভেতরেই লুকিয়ে থাকে আমাদের বেড়ে ওঠা, ভালোবাসা, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি আর বেঁচে থাকার অসংখ্য গল্প। যে মুহূর্তগুলো একদিন বর্তমান ছিল, সময়ের ব্যবধানে সেগুলোই হয়ে ওঠে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

এই বইয়ের প্রতিটি কবিতায় পাঠক যদি নিজের জীবনের কোনো হারানো বিকেল, কোনো প্রিয় মানুষের মুখ, কিংবা বুকের ভেতর যত্নে লুকিয়ে রাখা কোনো না-বলা কথা খুঁজে পান, তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। কবিতার শব্দগুলো যদি একবারও কাউকে থমকে দাঁড়াতে শেখায়, পুরোনো কোনো স্মৃতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা নিঃশব্দে মনে করিয়ে দেয়—জীবনের কিছু অনুভূতি কখনো পুরোনো হয় না, তাহলেই 'স্মৃতির ডায়েরি' তার উদ্দেশ্য খুঁজে পাবে।
পাঠকের হাতে তুলে দিলাম অনুভূতি, ভালোবাসা আর স্মৃতির এই ছোট্ট সংকলন। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা হয়ে উঠুক হৃদয়ের আয়না, প্রতিটি কবিতা জাগিয়ে তুলুক আপন কোনো গল্প।

কারণ, দিনশেষে মানুষ চলে যায়, সময় হারিয়ে যায়, কিন্তু কিছু স্মৃতি থেকে যায়—হৃদয়ের গোপন ডায়েরিতে, আজীবন।

শুভপাঠ।

# সূচিপত্র


- ❖ মিশে আছি 7
- ❖ ভালবাসার তরী 8
- ❖ জীবন 9
- ❖ শঙ্কত মান 10
- ❖ মেনর মাঝে 11
- ❖ একটুখানি স্লি দিও 13
- ❖ সঠিক মযাদা 13
- ❖ ভালবাসার তরী 14
- ❖ দৃষ্টি 15
- ❖ বারোয়ারী 16
- ❖ জীবন অভিনয় 17
- ❖ আমি হতে চাই 18-19
- ❖ মতু 20
- ❖ জীবন 21-22
- ❖ একটি ছোট্ট আশা 23
- ❖ শিক্ষাই আলো 24-25
- ❖ পাপের ক্ষমা চাই 26
- ❖ জীবন 27-28
- ❖ ঈদের শুভেচ্ছা 29
- ❖ বছরের শেষ হিসাব 30
- ❖ ঈদের বাজার 31
- ❖ পরুষ মানষ 32
- ❖ সাধারণ মানষ 33
- ❖ ভেবে দেখো 34
- ❖ কষ্ট 35
- ❖ তোমাকে চাই 36
- ❖ জীবন যন্ণা 37
- ❖ মে দিবস 38
- ❖ পরুষের সখ 39
- ❖ মধ্যবিত্ত পরিবার 40
- ❖ একট খানি স্লি দিও 41
- ❖ ভালো লাগা 42
- ❖ তোমার চোখ সদর 43
- ❖ মিশে আছি 44
- ❖ শঙ্কিত মন 45
- ❖ ইচ্ছে জাগে 46
- ❖ ভ্যাপসা গরম 47
- ❖ সর্ব নাশ 48
- ❖ তমি চলে গিয়ে 49

# মিশে আছি

যতোই তুমি থাকো না আমার থেকে অনেক দূরে,
আমি সর্বত্র মিশে আছি তোমার শরীর মন জুড়ে।

যখন তুমি থাকবে চেয়ে উদাস দৃষ্টিতে,
আমি তখন থাকবো মিশে তোমার ঐ ভাবনাতে।

তুমি যখন যাবে স্নানে,
আমি তখন জল হয়ে ছুয়ে দেবো তোমারই জানে।

যদি তুমি হাঁটো ফাঁকা রাস্তায়,
পিছন ফিরে দেখবে আমি ছুঁয়ে আছি তোমায়।

তুমি যদি আকাশ দেখো রাতের,
আমি জ্যোৎস্নার চাঁদ হয়ে মুড়িয়ে দেবো জোনাকির চাদরে।

যদি তুমি ভালোবাসো গন্ধ আতরে,
তাহলে আমি গোলাপ কিংবা রজনীর সুগন্ধি হয়ে মিশে যাবো তোমার শরীরে।

যদি কখনো  হিসেব না মেলে তোমার,
ভাবনার সংখ্যা হয়ে বসে মিলিয়ে দেবো আমি বহুবার।

যদি কখনো কষ্ট পাও উত্তপ্ত দুপুরে,
আমি শীতল বাতাস হয়ে প্রশান্তি ছড়িয়ে দেবো তোমার উপরে।।
যদি কখনো রাতে তোমার ঘুম না আসে,
মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবো আমি পাশে বসে।।

# ভালবাসার তরী

কৈশোরের খেলার ছলে
দেখেছিলাম দুই নয়নে
তোমাকে আজও খুব মনে পরে।

আজও ভুলিনি সেই দেখা ছবিটিকে
হৃদয়ে এঁকে নিয়েছি আপন করে।

তোমার পরিপাটি কাল কেশ
অতি চমৎকার হরিণি চোখা
কাল কাল ভ্রু মিষ্টি চাহনি
অপূর্ব  দশ্যি নারী বাঘিনী।

মনোমুগ্ধকর সৃষ্টির গুনবতী
জানো তুমি ছিলে কত রুপবতী
শুনে অবাক লাগছে করি কি গতি?

উজ্জল ঘাঢ় মাধুর্যময়ী কুচ পয়োধর
তার উপর বাদামী রঙের তটে
লাবন্যময়ী চুচুক আকর্ষণীয় বটে।

ললাট কপোল চিবুকে আলো ছাড়িযে
বাহারি রঙের অঙ্গে মানাত বস্ত্রে
আরও আকর্ষণ করে তুলেছে
নাভী পদ্মের কাল চিহ্নে মহিমান্বিত গন্ধে।

সর্বশেষ যা বলতে রয়েছে বাকী
না বললে হয়ে যাবে কমতি
দৃষ্টি ভেজা নয়নে আকর্ষণে ঢাকা
তোমার কমলের লোমের ছটা।
এক কথায় তুমি সকল গুনের ছুড়ি
গুনান্নিত ভালবাসার তরী।

## জীবন

জীবন অনেকটা নদীর মতো,
বয়ে চলে বেশ।
মোহনায় যখন মিশবে এসে,
হবে তখন শেষ।

এই জীবনে জোয়ার ভাটা,
আসবে তো বারে বার।
এগিয়ে যাবে তবুও নদী,
ভাঙবে নদীর পার।

নদীর মতোই মানব জীবন,
ভাঙ্গে আর গড়ে।
ভালো থাকার আশায়,
ভালোবেসে কেবল মরে।

গতিময় এ জীবন,
বদলায় গতিপথ।
শত বাধার পাথর সরিয়ে,
গড়ে ভবিষ্যৎ।

জীবন নামক ছোট্ট নদী,
এঁকেবেঁকে চলছে।
কেউ জানে না কার কপালে,
কি লিখে নিয়তি দিয়েছে।

বইতে হয় তবুও জীবন,
হয় না থামা তার।
হাসি মুখে কান্না চেপে,
করবে পারাপার।।

## শঙ্কিত মন

তুমুল শ্রাবণ  হয়েছে প্লাবন
নদী নালা জলে ঢাকা,
অশনি ডাকছে  ধরনী কাঁপছে
পথঘাট বড় ফাঁকা।

কখনও জোরে  কখনও ধরে
ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে,
শঙ্কিত মন  কাঁপে সারাক্ষণ
আগামী দিনের ভয়ে।

পশু পাখি নাই  যেদিকে তাকাই
কোথায় লুকিয়ে আছে,
ভেক গান গায়  শোনা শুধু যায়
কেউ নেই ধারেকাছে।

গাছ ভেঙে পড়ে  সারাদিন ধরে
রবির নেইকো দেখা,
প্রমাদ গুনছি  আঁধারে ডুবছি
ভাগ্যে কি আছে লেখা।

বর্ষারানীকে  যাই শুধু ডেকে
দিওনা কষ্ট আর,
থামাও বৃষ্টি  তুমি যে মিষ্টি
ঘুচাও মনের ভার।

## মনের মাঝে

মনের মাঝে আপন পরের,
সর্বদা চলে দ্বন্দ্ব।
আপনের মাঝে পরকে দেখি,
মনের দুয়ার বন্ধ।

আপন যদি পর হয়ে যায়,
সে দুঃখ সয় না।
আপন পরের এই দ্বন্দ্বে,
মনে শান্তি রয় না।

আপন পর খুঁজতে গিয়ে,
করেছি সময় নষ্ট।
আপন থেকে পর ই বেশি,
পেয়েছি জেনে কষ্ট।

কখনো আবার ভালোবাসায়,
পর হয়ে যায় আপন।
মনে হয় পাশে থেকে সারা জীবন,
করবে হয়তো সফল স্বপন।

এ জীবনে কে আপন কে পর,
বুঝতে আমি পারিনা।
প্রতিনিয়ত আঘাত পেয়েও,
আপন ভাবতে ছাড়ি না।।

## একটুখানি স্বস্তি দিও

একটুখানি স্বস্তি দিও,
দিও একটু শান্তি।
অভিমান সরিয়ে শুধরে নেব,
আছে যত ভুলভ্রান্তি।

একটুখানি সকাল দিও,
দিও একটু সন্ধ্যা।
তোমার বুক পকেটে গুঁজে দেব,
একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

একটুখানি ভরসা কোরো,
কোরো একটু বিশ্বাস।
সব দুঃখ দূর হবে,
দিতে পারি আশ্বাস।

আমাকে কপালে দিও লাল টিপ,
পরনে দিও শাড়ি।
সব ভুলে জড়িয়ে নেব,
করব না দেরি।

মনটা না হয় আমায় দিও,
কোরো একটু যত্ন।
পৃথিবী ঘুরে এনে দেব,
অতি মূল্যবান রত্ন।

তুমি আমার প্রেমিক হইয়ো,
হইয়ো আমার সঙ্গী।
আমার সাথে কোরো না,
কোনরকম লোক দেখানো ভঙ্গি।।

## সঠিক মর্যাদা

আশায় আশায় দিন যে কাটায় চাষা
পায়না কোন কূল হারিয়ে ফেলে ভাষা।
এ জীবনে তাদের মিটে না যে কোন আশা
জীবনটা তাদের হয়ে ওঠেনা কভু খাসা।

জীবনটা জড়িয়ে থাকে খরা আর প্লাবন
সদা তাই বিষন্ন থাকে তাদের দেহ মন।
অভাব অনটন ঘিরে থাকে সারাটা জীবন
শান্তি পায় না তারা তাই কভু কোন  ক্ষণ।

হাজার কোটির খেলাপি থাকে সাদরে
খেলাপি কৃষকের রশি বাঁধে কোমরে।
কৃষকের অল্প টাকা হয়ে ওঠে কাল
পদে পদে তাদের হতেই হয় নাকাল।

বহু চড়াই উতরাই পেরুতে হয় তাদের
তবুও পাল্টায় না তাদের ভাগ্য নিজের।
রোদ্র-বৃষ্টি চিরদিন হয়ে থাকে নিত্য সাথী
তবুও তাদের ঘরে জ্বলেনা সুখের বাতি।

এসো ধনী-গরীব হয়ে যাই ভাই ভাই
অনাবিল সুখ-শান্তির এক সমাজ পাই।
ধনী গরিবের ব্যবধানকে আজই কমাই
কৃষকদেরও সঠিক মর্যাদা ফিরিয়ে দেই।